প্রথম আলো

তারিখ ২৭ JAN 2003
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

গুরুদাসপুরের স্কুলে তালা

কর্মী নিয়োগ নিয়ে আওয়ামী লীগের দু'গ্রুপের কোন্দল

■ গুরুদাসপুর (নাটোর) প্রতিনিধি

নাটোরের গুরুদাসপুরের আনন্দনগর সরকারি প্রাথমিক স্কুলের দপ্তরি কাম নৈশপ্রহরীর নিয়োগকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের মধ্যে কোন্দল শুরু হয়েছে। ঘটনার জেরে গতকাল রবিবার সকালে স্কুলে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে এক পক্ষ। পরে উপজেলা চেয়ারম্যান এমদাদুল হক মোহাম্মদ আলী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে তালা খুলে দেন।

খোঁজনিয়ে জানা গেছে, ওই স্কুলের দপ্তরি নিয়োগকে কেন্দ্র করে পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক প্রভাষক জয়নাল আবেদিন ও পর্ষদের সহ-সভাপতি ও আওয়ামী লীগ নেতা নজরুল ইসলামের মধ্যে নিজেদের পছন্দের প্রার্থী নিয়োগ দেয়াকে কেন্দ্র করে কোন্দল শুরু হয়। জয়নাল আবেদিন স্থানীয় সংসদ সদস্য আবদুল কুদ্দুসের আশীর্বাদপুষ্ট হওয়ায় স্কুল পরিচালনা কমিটিকে উপেক্ষা করে সংশ্লিষ্টদের ম্যানেজ করে নিজের পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগ দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেন। এ খবর পেয়ে কমিটির অপর সদস্য (সহ-সভাপতি) নজরুল ইসলামসহ বঞ্চিত প্রার্থীরা গতকাল রবিবার সকালে স্কুলের অফিস কক্ষ ঘেরাও করে। এক পর্যায়ে তারা স্কুলের অফিস কক্ষে তালা ঝুলিয়ে প্রতিবাদ মিছিল বের করেন। পরে স্কুল চত্বরে এক সমাবেশে বক্তারা অভিযোগ করেন, স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি জয়নাল আবেদিন দুলাল তার পছন্দের প্রার্থীকে বিধি-বহির্ভূতভাবে দলীয় প্রভাব খাটিয়ে নিয়োগ দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন। নিয়োগ বঞ্চিতদের নিয়োগ দেয়ার কথা বলে মোটা অংকের ঘুষ দাবি করেছেন।

এ ব্যাপারে জয়নাল আবেদিন বলেন, তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বরং নজরুল ইসলামই তার পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগ দেয়ার জন্যই তার বিরুদ্ধে বিষোদগার করছেন এবং স্কুলে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন।

উপজেলা চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলী বলেন, বিষয়টি স্থানীয়ভাবে মীমাংসার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আকরামুজ্জামান বলেন, স্কুলে যারা তালা ঝুলিয়েছে, তদন্ত সাপেক্ষে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।